সাহাবীদের ঈমানদীপ্ত জীবনী

হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্ রাঃ

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজকে আমরা বিশিষ্ট সাহাবী হযরত আবু উবায়দাহ ইবনুল জাররাহ্ রাঃ এর জীবনে নিয়ে সামান্য কিছু আলোচনা করব। ইন শা আল্লাহ।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,"প্রত্যেক জাতির মধ্যে একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিল। আর আমার উম্মতের মধ্যে বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে আবু উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্। তিনি ছিলেন উজ্জ্বল চেহারার, প্রশন্ন ললাটের, ছিপ ছিপে হালকা দেহের, আর দীর্ঘ গরণের অতি চমৎকার সুন্দর। আর আকর্ষণীয়, আর অমায়িক মানুষ। যাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যেত। যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে হৃদয়ে প্রশান্তি মিলতো। যার সংস্পর্শে মন ভালো হয়ে যেত। এছাড়াও তিনি ছিলেন অসম্ভব বিনয়ী। আর ভীষণ লাজুক। আর তিনিই যুদ্ধের ময়দানে লড়াই তীব্র হলে হয়ে উঠতেন প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়া সিংহের মতো ভয়ংকর এবং শত্রুর বিরুদ্ধে গর্জে ওঠা সাহসী একজন যোদ্ধা। উজ্জ্বল ও তীব্র তরবারীই ছিল তার একমাত্র তুলনা। প্রতিপক্ষে বিরুদ্ধে ধারালো তরবারির মতোই তিনি ঝলসে উঠতেন। তিনি হচ্ছেন উম্মতে মুহাম্মদীর আমীন, আস্থাভাজন ব্যক্তি আমীর ইবনুল আব্দুল্লাহ্ ইবনুল জাররাহ্ আল ফিদরী আল কুরাইশী। সকলেই যাকে চেনে আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ নামে।আব্দুল্লাহ ইবনে উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার সম্পর্কে বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, কুরাইশদের তিন ব্যক্তি মানুষদের মধ্যে সর্বাধিক উজ্জ্বল, নির্মল ব্যক্তিত্বের অধিকারী,সর্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র এবং সর্বাধিক লজ্জার অধিকারী। যদি তারা তোমার সঙ্গে কথা বলেন, তবে কিছুতেই মিথ্যা বলবেন না। আর তুমি যদি তাদের সঙ্গে কথা বলো, তবে কিছুতেই তারা তোমাকে অবিশ্বাস করবেন না। তারা হলেন আবু বকর সিদ্দিক, ওসমান ইবনে আফফান এবং আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ রা.।আবূ উবায়দা ছিলেন একেবারে শুরুতেই ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম। আবু বকর সিদ্দিকীর ইসলাম গ্রহণের পরের দিনই তিনি ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন। তার ইসলাম গ্রহণের কাজ সম্পূর্ণই হয়েছিল আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাতে। ইসলাম গ্রহণের পর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আব্দুর রহমান ইবনে আউফ, উসমান ইবনে মাজউর এবং আরকাম ইবনে আরকামকে সঙ্গে নিয়ে হাজির হলেন রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর দরবারে। তারা প্রিয় নবীর সামনে তাওহীদের কালিমা উচ্চারণ করলেন। তারাই হলেন, সর্বপ্রথম ব্যক্তিবর্গ যাদের ওপর ইসলামের সুবিশাল প্রাসাদ নির্মিত হয়েছিল।

আবু উবায়দাহ মক্কার জীবনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সকল তিক্ত অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হয়েছিলেন। প্রথম সারির মুসলিমদের সাথে সেখানে ভোগ করেছেন এমন সকল সহিংসতা, নির্দয়তা, কষ্টও বেদনা, যা ভোগ করতে হয়নি পৃথিবীর আর কোন দ্বীন ধর্মের অনুসারীকেই।

আবূ উবায়দাহ্ প্রতিটি পরীক্ষার সামনে পাহাড়ের মত অটল থেকেছেন। আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিচল আস্থা রেখে প্রতিটি পদক্ষেপেই ইসলামী আদর্শকে সমুন্নত রেখেছেন। কিন্তু বদর যুদ্ধের ময়দানে তিনি যে পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন, তা সকল হিসেব-নিকাশকে এমনকি কল্পনাকারীদের কল্পনাশক্তিকে ও অতিক্রম করেছিল। বদরের যুদ্ধের দিন আবু উবায়দাহ্ শত্রু বাহিনীর সারি ভেদ করে উপর্যপরি আক্রমণ করে এগিয়ে যাচ্ছেন। মৃত্যুর কোন পরোয়াই তিনি করছেন না। মুশরিকগণ এরূপ ভয়াবহ আক্রমণ দেখে আতঙ্কিত হয়ে পড়ল। কুরাইশের অশ্বারোহী বাহিনী তার আক্রমণের ভয়ে সামনে থেকে নিজেদের সরিয়ে নিচ্ছিল। পক্ষান্তরে তাদেরই এক সৈনিকের আচরণ ছিল ব্যতিক্রমী। সে বারবার এদিক সেদিক থেকে আবু উবাইদাহর সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছিল। পক্ষান্তরে আবু উবাইদাহ্ নিজেই এই সৈনিককে দেখা মাত্রই দূরে সরে পড়ছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় তার উপর আক্রমণ করতে চাচ্ছিলেন না বলেই তিনি বারবার দূরে সরে যাচ্ছিলেন। কিন্তু প্রতিপক্ষের লোকটি সুযোগ পেয়ে ভয়াবহ আক্রমণ চালালো আবু উবায়দাহর উপর। আবু উবায়দাহ্ সে আক্রমণ থেকে নিজেকে রক্ষা করে তার থেকে আরও বেশি দূরে সরতে চাইলেন। কিন্তু নাছোড়বান্দা লোকটি এবার আবু উবাইদাহর পথ আগলে দাঁড়ালো। ওই লোকটির কারণে তিনি নিজের এবং আল্লাহর দুশমনদের উপর আক্রমণ চালাতে অপারগ হয়ে পড়লেন। এভাবে আবু উবায়দাহ্ চরম বিরক্ত হয়ে সামনে দাড়ানোর লোকটির মাথায় এক আঘাত করলেন। যাতে তার মাথা দু ভাগ হয়ে গেল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার সম্মুখে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। সম্মানিত পাঠকবৃন্দ! ভূ-পাতিত লোকটি এমন কে হতে পারে সেটা অনুমান করার চেষ্টা করবেন না। আমি কি আপনাদের প্রথমেই বলে আসিনি যে, আবূ উবায়দাহ্ যে পরিমাণ ঈমানী পরীক্ষার মুখোমুখি হয়েছিলেন যা তার সকল হিসাব নিকাশ কে এমনকি কল্পনাকারীদের কল্পনাকেও অতিক্রম করেছিল। আপনাদের বুদ্ধি বিবেক নিশ্চয়ই থমকে যাবে যখন জানতে পারবেন যে এই ভূ-পতিত লোকটি আর কেউ নয়। লোকটি ছিল আবূ উবায়দাহর পিতা আব্দুল্লাহ্ ইবনে জাররাহ্। আবু উবায়দাহ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আসলে নিজ পিতাকে হত্যা করেননি। হত্যা করেছিলেন ব্যক্তি পিতার শিরকিঅপশক্তিকে। যার কারনে আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা তার এবং তার পিতার ব্যাপারে আয়াত নাজিল করলেন,,,

لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ ۚ أُولَٰئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِنْهُ ۖ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ۚ أُولَٰئِكَ حِزْبُ اللَّهِ ۚ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

যারা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর অদৃশ্য শক্তি দ্বারা। তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার

তলদেশে নদী প্রবাহিত। তারা তথায় চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রাখ, আল্লাহর দলই সফলকাম হবে।

(সূরাঃ আল মুজাদালাহ, আয়াতঃ ২২)

আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর কাছ থেকে এরূপ ঘটনা ঘটা আশ্চর্যজনক কিছুই ছিল না। কারণ আল্লাহর প্রতি তার গভীর ঈমানী শক্তি এবং দ্বীন ইসলামের জন্য তার শুভ কামনা আর উম্মাতে মুহাম্মদীর আমীর আর বিশ্বাসভাজন হওয়ার ব্যাপারে তার এতটাই ঈর্ষণীয় মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন, যার জন্য আগ্রহী হয়েছিল আল্লাহর নিকট মর্যাদাবান অনেকেই। মুহাম্মদ ইবনে জাফর বর্ণনা করেন, খ্রিস্টানদের একটি প্রতিনিধি দল রাসূলের দরবারে এসে নিবেদন করল, হে আবুল কাশেম! আপনার আস্থাভাজন একজন সঙ্গী কি আমাদের সঙ্গে পাঠান। যিনি আমাদের পরস্পরের বিরোধপূর্ণ মালামালের মধ্যে মীমাংসা করে দিবেন। আপনারা মুসলিম জাহানের মানুষজন আমাদের জন্য খুবই বিশ্বাসযোগ্য হিসেবে বিবেচিত।" রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "তোমরা এখন যাও।বিকেলে এসো। এখন আমি তোমাদের সঙ্গে শক্তিশালী এবং আমানতদার কাউকে পাঠাবো।"

উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুম বলেন,"জোহরের নামাজের সময় আমি আগে আগেই মসজিদে গিয়ে হাজির হলাম। জীবনে কখনোই আমি নেতৃত্ব পছন্দ করিনি। কিন্তু সেদিন আগ্রহী হয়েছিলাম প্রিয়নবীর পবিত্র মুখ নিঃসৃত ওই দুটি গুণের অধিকারী আমি হতে পারি।"

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জোহরের নামাজ আদায় করার পর ডানে বামে তাকাতে লাগলেন। আর আমি ঘার উঁচু করতে থাকলাম যেন তার চোখে পড়ি। তিনি দৃষ্টি ঘোরাতে থাকলেন। অবশেষে আবু উবায়দাহকে দেখে তিনি কাছে ডেকে বললেন,"তুমি তাদের সঙ্গে যাও এবং তাদের বিরোধের সঙ্গত মীমাংসা করে দাও।" আমি মনে মনে বললাম, "আবু উবায়দাহই গুণ দু'টির অধিকারী হয়ে গেল।"

আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু শুধুমাত্র আমীন ছিলেন তাই নয়, বিশ্বস্ততার পাশাপাশি তিনি ছিলেন অসাধারণ ঈমানী শক্তির অধিকারী। যা প্রকাশ পেয়েছিল একাধিক স্থানে। তার ঈমানী শক্তি মত্তার প্রকাশ পেয়েছিল সেই দিন, যেদিন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর একদল সাহাবীকে কুরাইশি বাণিজ্য কাফেলার পিছু ধাওয়া করার জন্য পাঠিয়েছিলেন। এই ছোট দলটির আমীর মনোনীত করেছিলেন আবূ উবায়দাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমকে। রসদ হিসেবে প্রিয় নবী তাদের হাতে তুলে দিলেন ছোট্ট এক ঝুড়ি খেজুর। এছাড়া তিনি তাদেরকে আর কোন কিছুই দিতে পারেননি। এই অভিযান পরিচালনাকালে আবু উবাইদাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু প্রতিটি সদস্যকে প্রতিদিন একটি করে খেজুর খেতে দিতেন। তারা প্রত্যেকেই সেই খেজুরটি দুগ্ধপৌষ্য শিশুর মতো চুষতেন। পানি খেয়েই তা দিয়ে পুরো দিন পার করে দিতেন। এতে বোঝা যায়, তিনি কতটুকু শারীরিক এবং ঈমানী

শক্তির অধিকারী ছিলেন। তার শারীরিক এবং ঈমানের শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল ওহুদ যুদ্ধের দিন ও। যখন মুসলিম বাহিনী পরাজয়ের মুখে পড়ে এবং শত্রু বাহিনীর এক মুশরিক চিৎকার করে বলতে থাকে, "কোথায় মুহাম্মদ? মুহাম্মদ কোথায়?" সেই চরম মুহূর্তে আবূ উবাইদাহ ছিলেন সেই সৈনিকের অন্যতম। তিনি প্রিয় নবীকে ঘিরে রেখেছিলেন এবং মুশরিকদের অগণিত বর্শার আঘাত নিজের বুক পেতে গ্রহণ করে প্রিয় নবীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছিলেন। যুদ্ধ যখন শেষ হল, তখন দেখা গেল প্রিয়নবী রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাই সাল্লাম এর সম্মুখের একটি মোবারক দাঁত শহীদ হয়ে গেছে। তার কপাল মোবারক ছিল আঘাতপ্রাপ্ত, রক্তাক্ত, লৌহ শির স্থানের দু'টি পেরেক ছিল তার মোবারক গালে বিদ্ধ। সেই পেরেক দুটি ওঠানোর জন্য আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এগিয়ে এলে আবু উবায়দাহ্ বললেন,,,"আল্লাহর নামের কসম দিয়ে বলছি, এই কাজটি আমাকে করার সুযোগ দিন।" আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু সরে গিয়ে তাকেই সুযোগ করে দিলেন। আবূ উবায়দাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর আশঙ্কা হলো এই পেরেক হাত দিয়ে তুলতে গেলে এতে বারবার ছুটবে এবং নবীজির কষ্ট হবে। সুতরাং তিনি নিজের সামনের উপরের ও নীচের দু'টি দাঁত দিয়ে একটি পেরেক ধরে টান দিলেন। পেরেকটি বের হয়ে এলো। কিন্তু তার উপরের সেই দাঁতটি ভেঙে গেল। এবার দ্বিতীয় পেরেকটিকে উপরের অন্য দাঁত দিয়ে শক্ত ভাবে ধরে টান দিলেন। সেটাও বেড়িয়ে এলো এবং তার উপরের দ্বিতীয় দাঁতটিও ভেঙে গেল। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, "যাদের সামনে দাঁত নেই। তাদের মধ্যে দেখতে সর্বাধিক সুন্দর মানুষ আবু উবায়দাহ্।

আবু উবায়দাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম রাসূল সাঃ এর মোবারক হাতে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে তার ইন্তেকাল পর্যন্ত প্রত্যেক জিহাদেই তাঁর সঙ্গী হয়েছেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইন্তেকালের পর যখন আবু বকরের হাতে খলিফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণের দিন এলো উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু আবূ উবায়দাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুকে বললেন,"আপনার হাত বাড়ান। আমি আপনার হাতে বাইয়াত নেব। কারণ, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, "প্রত্যেক জাতির মধ্যেই একজন বিশ্বস্ত ব্যক্তি রয়েছে। আর এই উম্মতের বিশ্বস্ত ব্যক্তি হচ্ছে, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ্।" তখন আবু উবায়দা রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন,"এমন মানুষ বিদ্যমান থাকতে আমি সম্মুখে আসার সাহস দেখাতে পারি না। যাকে রাসূল সাঃ নিজে আমাদের নামাজের ইমামতি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তিনিই তার ইন্তেকাল পর্যন্ত আমাদের নামাজের ইমামতি করেছিলেন।

এরপর আবু বকর সিদ্দীক রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহুর হাতেই খলিফা হিসেবে বাইয়াত গ্রহণ করা হলো। আবু উবায়দাহ্ ছিলেন তার সত্য ও কল্যাণের পক্ষে সর্বোত্তম শুভাকাঙ্ক্ষী এবং শ্রেষ্ঠতম সহযোগিতা দানকারী। আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তার ইন্তেকালের পূর্বে তার পরবর্তী খলিফা হিসেবে উমর ফারুক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর নাম ঘোষণা করে গেলেন। আবু উবায়দাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু পরিপূর্ণ রূপে

তার আনুগত্যে নিয়োজিত থাকলেন। জীবনে কখনোই কোন কাজেই তার নির্দেশ অমান্য করেননি। শুধুমাত্র কেবল একটি ক্ষেত্র ছাড়া। আপনারা জানেন কি? কি ছিল সে ব্যাপারটি? যেখানে আবূ উবায়দাহ্ খলিফাতুল মুসলিমীনের নির্দেশ অমান্য করেছিলেম! সেই ঘটনাটি যখন ঘটেছিল, তখন আবূ উবায়দাহ্ ছিলেন শাম দেশে। তার নেতৃত্বে তখন মুসলিম বাহিনী দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা একের পর এক তার হাতে বিজয় দান করছিলেন। গোটা শাম দেশ তার পদানত হয়ে গেল। পূর্বে ফোরাত নদী, উত্তরে এশিয়া মাইনর পর্যন্ত বিস্তৃত হল তার বিজয়ের গতিধারা। অব্যাহত এই বিজয় ধারা চলতে চলতেই হঠাৎ সামনে এসে দেখা দিল এক নজির বিহীন মহামারী। তাতে ধ্বংস হতে থাকলো অগণিত মানব প্রাণ। উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এতে ভীষণ চিন্তিত ও অস্থির হয়ে পড়লেন এবং নিরুপায় হয়ে দূত মারফতে একটি চিঠি দিয়ে আবূ উবায়দাহর কাছে পাঠালেন। চিঠিতে তিনি লিখলেন, "আপনাকে আমার এই মুহূর্তে একান্ত প্রয়োজন। অন্য কোন উপায় না থাকায় আমি বাধ্য হয়ে এই পত্র আপনাকে তলব করছি। আমার এই জরুরি পত্র যদি রাতের বেলায় আপনার হাতে পৌঁছে, তবে আল্লাহর কসম! আপনি সকাল হওয়ার অপেক্ষা না করে সঙ্গে সঙ্গেই মদিনার উদ্দেশ্যে সফর শুরু করবেন। আর যদি পত্রটি দিনের বেলায় আপনার হাতে পৌঁছে, তবে সন্ধ্যার অপেক্ষা না করে অবিলম্বে আমার নির্দেশ মেনে নিয়ে মদিনার উদ্দেশ্যে রওনা করবেন।" আবূ উবায়দাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর পত্র হাতে পেলেন তিনি বললেন,"আমিতো জানি আমার কাছে আমিরুল মু'মিনীনের সেই প্রয়োজনটা কি! তিনি এমন ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, যার বেঁচে থাকা সম্ভব নয়।" তিনি খলিফার কাছে জবাবে পত্রে লিখলেন,"হে আমিরুল মু'মিনীন! আমি বুঝতে পেরেছি আমার কাছে আপনার প্রয়োজনটা কি! আমি এই মুহূর্তে মহামারীতে আক্রান্ত একটি মুসলিম সেনা দলের খেদমতে নিয়োজিত আছি। যে রোগে তারা আক্রান্ত আমি তা থেকে নিজেকে নিরাপদ রাখতে আগ্রহ বোধ করছি না। আমি আমার নিজের ব্যাপারে এবং তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা না আসা পর্যন্ত তাদের ফেলে রেখে কোথাও যেতে চাই না। অতএব আমার এই জবাব আপনার কাছে পৌঁছা মাত্র দয়া করে আমাকে আপনার কসম থেকে মুক্ত করে দিবেন এবং আমাকে এখানে থেকে যাওয়ার অনুমতি দিয়ে দেবেন।" উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু যখন এই চিঠি পড়লেন, তার দু'চোখে অশ্রু ঝরতে লাগলো। তার আশেপাশের সকলেই তার তীব্র কান্না দেখে জিজ্ঞেস করলেন,"হে আমিরুল মু'মিনীন!আবু উবায়দাহর কি মৃত্যু হয়ে গেছে?" তিনি বললেন,"না! মৃত্যু তার হয়নি বটে, কিন্তু মৃত্যু তার খুবই নিকটবর্তী।" উমর রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু এর এই দাবি মিথ্যা হয়নি। তার কিছুদিন পরেই আবূ উবাইদাহ্ রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু মহামারীতে আক্রান্ত হলেন। মৃত্যু যখন ঘনিয়ে এল, তিনি তার সৈনিকদের উদ্দেশ্যে ওসিয়ত করলেন,"আমি তোমাদের উদ্দেশ্যে এমনছোট্টওসিয়ত করছি, যা মেনে চললে তোমরা চিরকাল কল্যাণ পেতে থাকবে। নামাজ কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, রমজান মাসে রোজা রাখবে, আল্লাহর পথে দান করবে, হজ্জ্ব ও ওমরাহ্ পালন করবে। পরস্পরের কল্যাণ কামনা করে ওসিয়ত করবে, শাসকদের শুভ কামনা করবে, তাদের সঙ্গে প্রতারণা করো না, দুনিয়ার ব্যস্ততার কারণে মৃত্যু ও আখেরাতকে ভুলে যেওনা, ভুলে যেওনা কোন মানুষকে যদি হাজার বছরের দীর্ঘ হায়াত দান করা হয় সে হায়াত ও একদিন ফুরিয়ে

যাবেই এবং আমার এই পরিণতি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এতে উপনীত হওয়া ছাড়া আর কোন গতি থাকবে না। মৃত্যুর পরিণতি অবশ্যই ভোগ করতে হবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা আদম সন্তানের জন্য মৃত্যুকে অবধারিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তারা মৃত্যুবরণ করবেই। বিচক্ষণ ব্যক্তি সে-ই যে তার রব ও প্রতিপালকের আনুগত্য করে চলে এবং আখেরাতের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ্।" এরপর তিনি মু'আয ইবনে জাবালের প্রতি মনোযোগী হলেন এবং বললেন,"হে মু'আয! নামাজের ইমামতি করো।" একথা বলার পরেই তার প্রাণ বেরিয়ে গেল। মু'আয রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু তখন সবার উদ্দেশ্যে ঘোষণা করলেন,"আল্লাহর কসম! আজ আমরা এমন এক মহান ব্যক্তিকে হারানোর বেদনায় উপনীত হয়েছি, যার চেয়ে বেশি প্রশস্ত হৃদয়ের অধিকারী, যার চেয়ে বেশি হিংসা বিদ্বেষ পরিহারকারী এবং যার চেয়ে অধিক আখেরাতের প্রতি অধিক মনোযোগকারী এবং জনসাধারণের অধীন কল্যাণকামী আমি আর কাউকে দেখিনি। সুতরাং আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি দয়া করুন এবং তোমরা তার প্রতি আল্লাহর রহমত কামনা কর।" আল্লাহ্ সুবহানাহু তা'আলা যেন আবূ উবায়দাহ্ ইবনুল জাররাহ্ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর উপর রহমত বর্ষণ করেন। আমিন! ইয়া রব্বাল আ'লামীন।ওয়া আখিরু দাওয়ানা। আ'নিল হামদুলিল্লাহি রব্বিল আলামিন।